দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 28 MAY 2006
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

উত্তরাঞ্চলে ৮ হাজার বেসরকারী প্রাইমারী স্কুলের করুণ দশা ॥ জরাজীর্ণ ভবন

॥ বগুড়া অফিস ॥

উত্তরাঞ্চলে প্রায় ৮ হাজার বেসরকারী প্রাইমারী স্কুলের একেবারেই করুণ দশা। স্কুল চলছে খুড়িয়ে খুঁড়িয়ে। স্থানীয় জনগণের সহায়তায় স্কুল প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষা কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। এসব স্কুলে এলাকার দুস্থ, দরিদ্র জনগোষ্ঠির সন্তানরাই লেখাপড়া করে। ভাঙ্গাচোরা স্কুল ঘরে অথবা খোলা আকাশের নীচে ছাত্র শিক্ষক ক্লাস করছে। সরকারী করণের প্রক্রিয়ার মধ্যে এসব স্কুলের ৭ হাজার ১৬টি স্কুল শিক্ষা বিভাগ থেকে রেজিষ্ট্রি করা হয়েছে। ৯শ' ৬২টি স্কুল রেজিষ্ট্রিবিহীন। রেজিষ্ট্রীকৃত স্কুলের মধ্যে অধিকাংশই ১০/১৫ বছর ধরে ধুকে ধুকে চলছে। স্থানীয় জনগণ ও শিক্ষকগণ সরকারী করণের আশায় বুক বেঁধে স্কুলের শিক্ষা কার্যক্রম চালু রেখেছেন।

রাজশাহী বরেন্দ্র অঞ্চলের গোদাগাড়ি উপজেলার একটি গ্রাম কাদিরপুর। এই গ্রামের বেসরকারী প্রাইমারী স্কুলটি সরকারী করণের প্রক্রিয়ায় ৬ বছর আগে প্রাইমারী শিক্ষা বিভাগ রেজিষ্ট্রী করেছে। পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে এই স্কুল ছাড়া আর কোন স্কুল নেই। বরেন্দ্র অঞ্চলের দূরবর্তী গ্রাম মহব্বতপুর, পাঁচগাছি, মুলাইল, শ্রীপুর, গোপালপুর, আমনাথপুর, হিজলগাছি ও কাদিরপুর গ্রামের ছেলে মেয়েরা এই স্কুলে লেখাপড়া করে আসছে। এই অঞ্চলে শিক্ষিতের হার খুবই কম। এলাকায় স্কুল না থাকায় ১৯৯৯ সালে স্থানীয় জনগণ নিজেদের জায়গা জমি দান করে স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেছে। এই স্কুলে ৮ গ্রামের ২ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী স্কুলে আসে। পড়া লেখা করে। গ্রামবাসী ও ৪ জন শিক্ষক চাকরি ও সরকারী করণের আশায় চাঁদা দিয়ে খড়ের ঘর তুলে ক্লাস করছে। ৬ বছর ধরে স্কুলের অবস্থা একই স্কুলে কোন পরিবর্তন নেই।

(৭ম পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

উত্তরাঞ্চলে ৮ হাজার

(৯ম পৃঃ পর)

উত্তরাঞ্চলের ১৬ জেলার দূর গ্রাম থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, বগুড়া, রংপুর, চাপাইনবাবগঞ্জ, জয়পুরহাট, নাটোর, নওগা, পাবনা সিরাজগঞ্জ, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে এক হাজারেরও বেশী রেজিষ্ট্রিকৃত প্রাইমারী স্কুল আছে যে স্কুলের ঘর জরাজীর্ণ ভাঙ্গাচোরা। স্থানীয় জনগণ চাঁদা দিয়ে চালাচ্ছে স্কুল। রেজিষ্ট্রিকৃত স্কুলের মধ্যে ইতিমধ্যে কিছু স্কুলের স্কুল ভবন নির্মাণ ও আসবাবপত্র প্রদান করা হলেও এখনও পাঁচ হাজার স্কুল উন্নয়ন তালিকার মধ্যে নেই। রেজিষ্ট্রিকৃত স্কুলের শিক্ষকগণ সরকারী বেতন এক হাজার টাকা করে পেলেও রেজিষ্ট্রিবিহীন স্কুলের শিক্ষকগণ কোন বেতনই পান না। প্রাইমারী শিক্ষা দপ্তরের ২০০১ সালের হিসাব অনুযায়ী উত্তরাঞ্চলের ১৬ জেলার স্কুলে গমন উপযোগী ৪৭ লাখ ৮০ হাজার ১৮৯ জন শিশুর মধ্যে ৩ লাখ ৩৭ হাজার ২৯০ জন শিশু স্কুলে যায় না। স্কুলে ভর্তি হয়ে ঝরে পড়ে আরো ২ লাখ ৩৫ হাজার শিশু।